

ভজন সরকার

অনেকক্ষণ সন্ধ্যা পার হয়ে গেলেও যেমন দিনের আলোটি ঠিক মিলিয়ে যায় না, আবছা আলো-অন্ধকারে দেখা যায় অনেক দূর সামনে পেছনে। তেমনি জীবন সায়াহ্নে এসে মানুষও বুঝি দেখে নেয় পেছনে হেঁটে আসা দীর্ঘ পথের খানিকটা ছায়া। আমাদের কবিয়াল নিবারণ শিকদার তার দীর্ঘ জীবন থেকে মুঠি মুঠি স্বপ্ন ছড়িয়ে দিতেন আমাদের। তাঁর স্বদেশিয়ানার গল্প, তাঁর সম্পৃক্ততা বিপ্লবীদের সাথে, তাঁর রচিত গানের টুকরো টুকরো বানী। আজ মনে হয় কতটুকু কাব্যিক মূল্য ছিলো তার। হয়তো বিচ্যুতি ছিলো কথার- ছন্দের-পয়ারের, হয়তো ছিলো না ভাষার গাঁথুনী। কিন্তু আর যা ছিলো সেটারই বিপুল বিরাট অভাব দেখেছি অনেক প্রথিতযশা মানুষের মধ্যেও। সেটা হলো নিজের ভেতর থেকে, নিজের গভীর-গহীন থেকে বেড়িয়ে আসা আবেগ আর অপ্রতিরোধ্য প্রেম। সেটা দেশের প্রতি, মানুষের প্রতি। এই যে নিজের ভেতরকে ঠিক মেলে ধরা বাইরে সবার সম্মুখে অকৃত্রিম ভাবে এই জিনিসটারই হয়তো অভাব আজকে সবখানে।

একেক বার কেনো প্রায়শঃই মনে হয় মানুষ যেনো ঘুরে বেড়াচ্ছে মুখোশ পরে। সে মুখোশে নিজেকে আড়াল করছে। ভয় সমাজের, ভয় ঠুনকো আভিজাত্যের। এক মিথ্যের আবরণে নিজেকে ঢাকতে গিয়ে আস্তে তলিয়ে দিচ্ছে সেই নিজেকেই অযুর মিথ্যের অগাধ সলিলে। যে মানুষটা অসম্ভব ভালো কবিতা লেখে। পাঠকের স্বপ্নের সীমানাকে ঠেলে সরিয়ে দেয় দিগন্তে। অথবা যে মানুষটা হাতের মুঠোয় নিজের জীবনকে সংগে নিয়ে একদিন নেমেছিলো মানুষের মুক্তির কাতারে। সময়ের ব্যবধানে যখন ওই মানুষগুলোই হয়ে ওঠে স্বৈরাচারী- দাঁড়িয়ে যায় মানুষেরই বিপরীতে। তখনও কী থাকে একই মানুষ?

অনেক কথাই ঠিক মতো বোঝা যায় না আজকাল। অথবা বলা যায় অনেক কথাই পেঁচিয়ে গেছে। কিংবা আধুনিক হয়েছে - অথবা উত্তরাধুনিক হয়েছে ( যদিও নিতান্তই বাতুল কথা আমার কাছে )। আজ তথাকথিত সভ্য দেশে বাস করে অনেক কিছুতেই ধাতস্থ হতে হচ্ছে আমাদের, মোটা কথায় চৌকষ হতে হচ্ছে সব দিকে, সর্ব ক্ষেত্রে। তেমনি একটা কথা, “প্রোফেশনালিজম”- যার বাংলা করলে হয়তো দাঁড়াবে - পেশাদারিত্ব। পেশাদারিত্ব কি? রাজা রাজার মতো আচরণ করবে, ভৃত্য ভৃত্যের মতোন। অর্থ্যাৎ মানুষের পরিধি তার মনুষ্যত্ব ছাপিয়ে পেশার গন্ডিতে ঢুকিয়ে দেয়া হবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা “ কমলাকান্তের উইল।” উকিল কমলাকান্তকে তার পেশা কি জিজ্ঞাসা করলে সে রাগান্বিত হয়ে উত্তর দেয়, “ আমি কি উকিল, না বেশ্যা যে আমার পেশা থাকিবে।” অর্থ্যাৎ কমলাকান্ত বুঝাতে চেয়েছেন বৃত্তিধর্ম গ্রহন মানুষের জীবনযাত্রাকে প্রবৃত্তির যাঁতাকলে পিষে ফেলে, নিজের স্বাধীনতাকে বৃত্তাবদ্ধ করে ফেলে। কিন্তু পেশাকর না হয়ে উপায়ই বা কি আছে আমাদের আজ?

শুধু পেশা কেনো- আনুগত্যের যে কোনো কঠিন বন্ধনই মানুষকে একপেশে করে তোলে । তাই তো আজ মানুষ একত্রিত হচ্ছে গুচ্ছে- গুচ্ছে, থোকে -থোকে , পেশায়-পেশায়, ধর্মে-ধর্মে,সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, জাতিতে-জাতিতে, জাতীয়তায়-জাতীয়তায় । এই যে থোকবদ্ধতা হয়তো সেটাই বিভক্তির আসল বাতাবরণ । আর সাদা কথায় , সেটা থেকে বেড়িয়ে আসাও যে অসম্ভব আজ । মাঝে মাঝে মনে হয় পৃথিবী ছোট হোতে হোতে মানুষকেও কী করে ফেলছে সংকীর্ণ ?

আবার আসা যাক , আমাদের গ্রামের কবিয়াল নিবারণ শিকদারের অনিবারনীয় দেশপ্রেমের কথায় । স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা কতখানি দাগ কেটেছিলো তার স্বদেশী আন্দোলনের বীজ মস্ত্রে? প্রায় আশি ছুঁই ছুঁই প্রবীন এই বিপ্লবীর মুখে কেউ কোন দিন স্বাধীনতার উচ্চকিত প্রশংসা শোনেনি । স্বদেশী আর বাম রাজনীতির যে মোড়কে বেঁধে রেখেছিলেন নিজেকে সেখান থেকে বেড়িয়ে আসতেও দেখিনি কোন দিন ? তাই প্রবল উত্তাল ৭০-এও তিনি তাকিয়ে থাকতেন বামনেতারা কী বললেন? পাকিস্তানীদের তাড়ালেই কী মানুষের মুক্তি আসবে ? বাংলাদেশ হলেই কী আসবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ? এমন সব হাজারো মৌলিক প্রশ্ন। অর্থ্যাৎ তিনিও নিজেকে আটকে রেখেছিলেন সেই গোষ্ঠীর গন্ডিতেই । কিন্তু পার্থক্যটা যা , সেটাই হয়তো তাকে পৃথক করেছিলো অন্য সবার থেকে । সেটা আর কিছু নয় , স্বার্থের উদ্দেশ্যহীন দেশপ্রেম । “পেশাদারিত্ব” বা “ প্রোফেশনালিজম” থেকে এর পার্থক্যটা বিস্তর ।

( চলবে )

॥ মার্চ ২০০৭, কানাডা ॥ [sarekerbk@gmail.com](mailto:sarekerbk@gmail.com)